বাসর যেন বা-আসর

(১২/১২/৯১)

সুপ্রিয় বন্ধুর সরগরম বাড়িতে দৃষ্ট হল এক সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষ। কি জানি কেন এ ঘর? আমি ভাবছিলাম, কাউকে জিজ্ঞাসা করতেও সাহস হয়নি আমার। পরক্ষণে বুঝলাম কক্ষটি সাজানো হয়েছে শুধু নব-দম্পতির জন্য। তার বিশেষ নাম নাকি 'বাসর ঘর।'

কী বাহারের নাম! সার্থক নাম হয়েছে ঘরটির। কী জানি কে বা কারা রেখেছে এ নামটি? মনে মনে ভেবে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। 'বা-আসর' অর্থাৎ আসর-ওয়ালা। আসর মানে প্রভাব, দাগ বা চিহ্ন। সত্যই সে ঘর মনে-প্রাণে আসর করে, সে কক্ষ হৃদয়ে দাগ কাটে। সে রাতের কয়েক মুহূর্ত জীবনে বড় প্রভাব রাখে। সত্যই সে ঘরে যৌবনের উত্তাল তরঙ্গ নেচে নেচে ওঠে।

স্মৃতি-বিজড়িত বাসর ঘর। পাথরে নক্সা কাটার মত মনে-প্রাণে নক্সা কাটে এমন রাত্রি বাসর-রাত্রি। মানসপটে চিরদিন ছবি থাকে যে শয্যার তাকেই বলে বাসর শয্যা। এই সেই মধুরাতের ফুলশয্যা। যে রাত ও শয্যা থেকে শুরু হয় দু'টি মানুষের মধুভরা ফুলের জীবন।

কারো প্রতি জ্বিন আসক্ত হলে বলে, 'জ্বিন আসর করেছে', তেমনি এই বাসরের প্রতি বন্ধু আজ চরম আসক্ত হয়ে পড়েছে। পরম ভক্তি ও আসক্তির ফুল ফুটেছে তার মন-বাগিচায়।

নব-সঙ্গিনী কামিনীর সাথে শুভ পুলকিত যামিনীর প্রতি ঘন্টা মনে হবে এক একটি মিনিট। বন্ধুর শিরায় শিরায় যখন তাজা খুন প্রবাহিত হবে, তখন সময় তো সংকীর্ণ হবেই। আনন্দের প্রতি মুহূর্তই বড় সংক্ষেপ মনে হয়। এই সুদীর্ঘ হলেও সামান্য তমসান্তরালে নায়ক-নায়িকার কত নাটক অভিনীত হবে। রূপ-নগরের রাজকন্যার সাথে রূপ-রাজার যুদ্ধ ও পড়ে সন্ধি হবে। উভয়ের পারস্পরিক স্বীকার, গ্রহণ, অঙ্গীকার, শপথ, পণ, সঙ্কল্প, পরিকল্পনা হবে। আর দেখতে দেখতে 'এক আর একে এক' অংকের নাটকের অবসান ঘটবে।